# পালিত হলো বিশ্ব গণহত্যা স্মরণ দিবস

*৯ ডিসেম্বর ২০২০*

**নওরিন রহিম**

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) গত ৯-১০ ডিসেম্বর ২০২০ দুটি পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে প্রতি বছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সপ্তাহব্যাপি বিজয়ের উৎসব আয়োজন করে আসছে, তার অংশ হিসেবেই এই দুটি দিবসে অনলাইন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব গণহত্যা স্মরণ দিবসে সূচনা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক। জাতিসংঘের মহাসচিবের বক্তব্য পড়ে শোনান সিএসজিজের হাসান মাহমুদ। জাতিসংঘের দ্বারা নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান GMMAAC (গামাক)-এর পরিচালক সিলভিয়া ফার্নান্দেজের বক্তব্য প্রদর্শিত হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য বক্তব্য প্রদান করেন মিস ওফেলিয়া লিয়ন (প্রেসিডেন্ট, আইসিমেমো)।

বিশ্বে যেসব রাষ্ট্র পূর্বে গণহত্যার শিকার হয়েছে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী একদল তরুণ তাদের নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। বাংলাদেশ, নেপাল, ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব -তিমুর শ্রীলংকা ও পোল্যান্ড এ পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

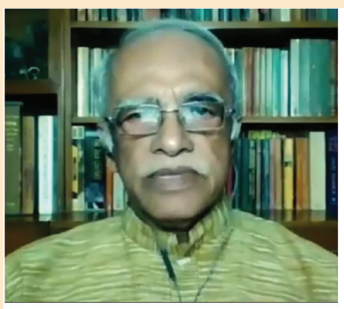

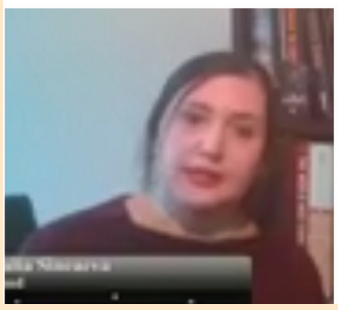

## মুজিব শতবর্ষে বিজয় উদযাপন

### মানবাধিকার দিবস থেকে বিজয় দিবস

### ১০-১৬ ডিসেম্বর ২০২০

১০ ডিসেম্বর ২০২০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সারোয়ার আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নাসিমা বেগম (এনডিসি), চেয়ারপার্সন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এরপর বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মানবাধিকার দর্শন বিষয়ে বক্তা আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গান পরিবেশন করেন বাউল শাহাবউদ্দিন, সভ্যতার মাকসুদ ও ঢাকা এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর পরিবেশনাও দেখানো হয়। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনের উপস্থাপনা করেন সিএসজিজের সমন্বয়কারী নওরিন রহিম।

## অষ্টম অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স

*(৫-২৮ নভেম্বর, ২০২০)*

টানা অষ্টমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) মাসব্যাপী জেনোসাইড ও ন্যায়বিচার বিষয়ক কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। গত ০৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া কোর্সটি দ্বিতীয়বারের মতো অনলাইনে পরিচালনা করা হয়। কোর্সটিতে দেশের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের স্ব স্ব শিক্ষাপ্রিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

কোর্সে প্রথমবারের মতো বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যান্যদের মাঝে ছিলেন আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, গণমাধ্যম কর্মী এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা। আইন বিভাগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, ইংরেজি সাহিত্য, সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কোর্সটি পরিচালনা করা হয়।

নভেম্বর মাসের প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার সন্ধ্যায় জেনোসাইড এবং যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞ বক্তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কোর্সটি পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড থেরেসা দ লাঙি (জেনোসাইড স্কলার আমেরিকা), প্যাট্রিক বার্জেস (অস্ট্রেলিয় আইনজীবী ও প্রেসিডেন্ট, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস), ইরেনে ভিক্টোরিয়া ম্যাসিমিনো (আর্জেন্টাইন আইনজীবী), ডএমএ হাসান (বিজ্ঞানী ও আহবায়ক, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস কমিটি), শাহরিয়ার কবির (প্রেসিডেন্ট, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি) জুলিয়ান ফ্রান্সিস (মানবাধিকার কর্মী), তাপস কুমার দাস (সহযোগি অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ইমরান আজাদ (প্রভাষক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস) প্রমুখ।

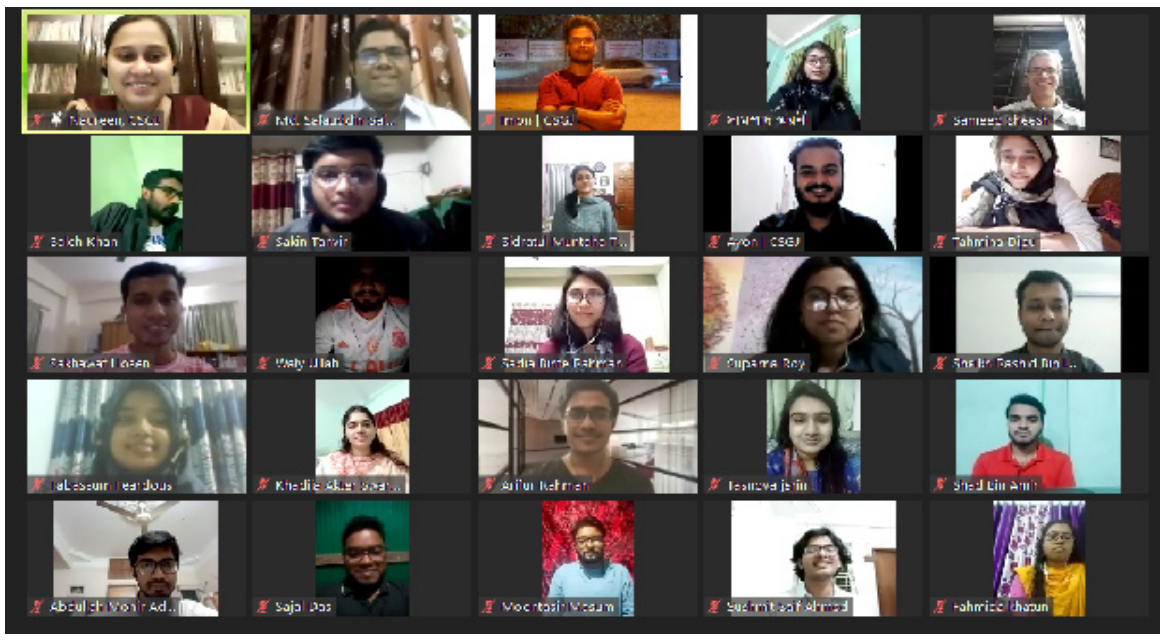

১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটে যাওয়া গনহত্যা, ক্যাম্বোডিয়া এবং রোহিঙ্গা গনহত্যাসহ নানা ধরনের আন্তর্জাতিক অপরাধ ও তাদের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থানপায় এই কোর্সটিতে। কোর্সটি তে এসব আন্তর্জাতিক অপরাধের থেকে উত্তরণের কৌশল, আন্তর্জাতিক আদালত ও বিচার ব্যাবস্থা নিয়েও আলোকপাত করা হয়। কোর্সটিতে প্রতিটি ক্লাসের শেষে ছিলো একটি করে প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বক্তাদের সাথে সরাসরি অভিমত প্রকাশের সুযোগ পান। মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সার্টিফিকেট কোর্সটির সমাপ্তি ঘটে একটি মৌখিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। পুরো কোর্সটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়।